দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ AUG 14 2002

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি নিয়ে তুলকালাম

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজধানী ছাড়াও দেশজুড়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটছে। একে একে এলাকার প্রভাবশালী ও স্থানীয় সরকারদলীয় নেতারা বেসরকারী স্কুল-কলেজের সভাপতি বা চেয়ারম্যান পদ দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ জন্য অবলম্বন করা হচ্ছে নানা কৌশল। এর ফলে স্থানীয় শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক বা ভিন্ন মতাদর্শের কেউই গবর্নিং বডিতে থাকতে পারছেন না।

এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার বিঝারী উপসী তারা প্রসন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের

(৭- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর)

বেসরকারী শিক্ষা

ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানকে নিয়ে। অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ সুলতান আহমেদ মিয়া এলাকাবাসীর অনুরোধে এই স্কুলের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য সম্মত হন। শরীয়তপুর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী ছাড়াও জেলা বিএনপি সভাপতি টিএম গিয়াসউদ্দিন আহমদ সাবেক জেলা জজ সুলতান আহমেদকে চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনয়ন দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভায় সুলতান আহমেদকে সভাপতি হিসাবে মনোনয়ন দেয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে পাঠানো হয় এই প্রস্তাবসংবলিত চিঠি। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্থানীয় বিএনপি নেতা ডা. কেএ জলিল সভাপতি হিসাবে সুলতান আহমেদের নাম প্রস্তাব করে নিজেই এই পদটি দখল করেছেন। রহস্যজনকভাবে ডা. জলিল ঢাকা বোর্ড থেকে নিজের নামে সভাপতি হিসাবে মনোনয়ন নিয়ে এলাকায় ফিরে সগর্বে প্রচার করছেন যোগ্যতার কথা। এর ফলে অবাক হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ, অপমানিত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ।